# জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম এর ১১৪তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

## শেখ হাসিনা

২৫ মে ২০১৩, শনিবার, ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন, ঢাকা

---

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

কবি পরিবারের সদস্যবৃন্দ,

স্মারক বক্তা ড. রফিকুল ইসলাম

কবি-লেখক-সংস্কৃতিকর্মী ও

উপস্থিত সুধিমন্ডলী

আসসালামু আলাইকুম।

সুধিমন্ডলী

আমাদের জাতীয় কবির ১১৪তম জন্মবার্ষিকীতে তাঁর অম্লান স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

বাঙালি সংস্কৃতির চেতনায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা ও গান এক জাগরণী শক্তির উৎস। হাজার বছরের শোষণ-বঞ্চনা-নির্যাতন-নিপীড়ন-নিষ্পেষণে বাঙালি জাতি যুগে যুগে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় আর্তনাদ করেছে, প্রতিবাদ জানিয়েছে, আন্দোলন করেছে। বাঙালির সেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন পলস্নবিত হয়েছিল আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের রচনায়। নবজাগরণের কবি, অসাম্প্রদায়িক কবি তাঁর ক্ষুরধার লেখনীর মাধ্যমে সব ধরণের অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন, প্রতিবাদী ছিলেন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ২৪শে মে কবিকে কলকাতা থেকে ঢাকায় নিয়ে আসেন এবং জাতীয় কবির সম্মানে ভূষিত করেন। নজরুল ১৯১৩-১৪ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলা ত্রিশাল থানার অন্তর্গত দরিরামপুর হাই স্কুলে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন। ২০১৩-এ নজরুলের বাংলাদেশে আগমনের শতবর্ষ পূর্তি; এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। নজরুল বাংলাদেশের মানুষ প্রকৃতিকে ভালবেসেছেন। বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র রয়েছে তাঁর পদচিহ্ন। তাঁর উপস্থিতি, তাঁর কর্ম কোলাহল এখনো স্মৃতিময় হয়ে আছে ঐ সব অঞ্চলে।

কবির দুই প্রধান সৃষ্টি সাহিত্য ও সঙ্গীতের মাধ্যমে আমরা নজরুলকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন করতে চাই। কবির সম্পূর্ণ সৃষ্টি প্রজন্মের পর প্রজন্মে ছড়িয়ে পড়ুক, এই কামনা করছি। আশা করি কবির দেখা শোষণ-বঞ্চনামুক্ত একটি সুখী সমৃদ্ধ সমাজ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন অচিরেই পূরণ হবে।।

প্রিয় সুধী,

বাংলাদেশের জাতীয় কবি বাংলা ভাষা-সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ বিদ্রোহী ও মানবতার প্রতীক কাজী নজরুল ইসলাম। বাংলা সাহিত্যের এই কালজয়ী প্রতিভা জীবনের জয়গান গেয়েছেন। তাঁর উদ্দীপনামূলক গান ও কবিতা মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের সবাইকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর বিশাল সৃষ্টি সম্ভারে আজ বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ।

জীবনের নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে কেটেছে তাঁর সংগ্রাম বহুল জীবন। কঠিনতম বাস্তবতায়ও তিনি দমে যাননি, অন্যায়ের সাথে আপোষ করেননি। স্বাধিকার ও স্বাধীনতা আকাংখার কারণে তাঁকে ইংরেজ সরকারের জেল-জুলুম সহ্য করতে হয়েছে। একজন কবি, তিনি মানুষের অধিকার ও সাম্যের কথা বলায় বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিরাগভাজন হয়েছেন, কারাবরণ করেছেন।

অপরদিকে ধর্মব্যবসায়ী ফতোয়াবাজদের মুখোশ খুলে দেবার কারণে ‘কাফের' নামেও অভিহিত হয়েছেন। কিন্তু কোনো কিছুই ভীত করতে, দমাতে পারেনি আমাদের জাতীয় কবিকে। আমরা তাঁর কাছ থেকে লাভ করেছি সাহস ও শৌর্য। অর্জন করেছি প্রতিবাদের ভাষা।

সমবেত সুধী,

নজরুলের অন্তরের অনির্বাণ বহ্নিই তাঁর কবিতার প্রধান শক্তি। অত্যাচার, নিপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিলেন কবি। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় লড়াই করেছেন প্রতিনিয়ত। তাঁর ব্যক্তি জীবন এবং সৃষ্টিকর্মে প্রকাশ পেয়েছে অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবোধের চেতনা। কবি ‘বিদ্রোহী' কবিতায় বলেছেন যে, ‘যতদিন অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণভূমে রণিবে' এবং ‘উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে'- ততদিন তিনি সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। এর অবসানেই আসবে তাঁর শান্তি মহা বিদ্রোহী রণক্লান্ত, কবি সেই দিন হবেন শান্ত। এই কবিতায় যেমন রয়েছে অর্ফিয়াসের বাঁশরীর কথা, তেমনি আছে ইস্রাফিলের শিঙ্গার উল্লেখ। কবি কখনো বাসুকির ফণা জাপ্টে ধরেছেন, কখনো বা মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়েছেন। জিব্রাঈলের ডানা, তাঁজি বোরাক, শিবের ত্রিশূল আর পরশুরামের কুঠার- সবই স্থান পেয়েছে তাঁর ‘বিদ্রোহী' কবিতায়।

উপস্থিত সুধী,

আমাদের সরকারের আমলে সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও উন্নয়নে ১৯টি জেলা শিল্পকলা একাডেমী ভবন সংস্কার, ৩৯টি জেলার গ্রন্থাগার নির্মাণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ-ভারত যৌথভাবে ঢাকায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী এবং জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‘‘বিদ্রোহী" কবিতার ৯০ বছর পূর্তি উদযাপন করেছে। ভারত, জার্মানী, ভূটান, শ্রীলংকা, কুয়েত ও তুরস্কের সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক বিনিময় ও সাংস্কৃতিক চুক্তি হয়েছে। ‘‘ইসলামিক এডুকেশনাল, সায়েন্টিফিক এন্ড কালচারাল অর্গানাইজেশন" কর্তৃক ঢাকাকে এশিয়া অঞ্চলের ইসলামী সংস্কৃতির রাজধানী ঘোষণা করা হয়েছে।

দেশী-বিদেশী চিত্রকর্ম সংরকণ ও প্রদর্শনের সুবিধা বৃদ্ধিতে জাতীয় চিত্রশালা নির্মাণ হয়েছে। গবেষণা বেগবান করার লক্ষ্যে আমরা বাংলা একাডেমীর নতুন ভবন নির্মাণ করে স্থানাভাব দূর করেছি ।

নজরুল ইনস্টিটিউট সংস্কার ও অডিটরিয়াম আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। নজরুলগীতির এলবাম ও গানের সিডি প্রকাশ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নজরুল সঙ্গীত চর্চা ও গবেষণা বৃদ্ধির লক্ষে ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে কুমিল্লায় নজরুল ইনস্টিটিউট স্থাপন করেছি।

আমরা সারাদেশে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নে ২ হাজার ১৬৪টি প্রতিষ্ঠানকে ৬ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছি। ৬ হাজার ২০০ জন অসচ্ছল সংস্কৃতিসেবীকে ৬ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা সহায়তা প্রদান করেছি।

নজরুলের সঙ্গীত ও সাহিত্যকে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে দিতে হলে কবির উপর আরো গবেষণা করতে হবে। নজরুল সাহিত্যকে বিশ্ববাসীর সামনে পরিচিত ও আদৃত করতে আরও বেশি অনুবাদ করতে হবে। বাংলা সৃজনশীল সাহিত্যকে আরও সমৃদ্ধ করতে বিদেশী ভাষায় আমাদের সাহিত্যকে অনুবাদ করা অতি জরুরী। অসাম্প্রদায়িক, আধুনিক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হলেই নজরুলের স্বপ্ন সার্থক হবে। এ ব্যাপারে সরকারের সহায়তা অব্যাহত থাকবে।

আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী শিল্পী-সাহিত্যিক, গবেষক, অনুরাগী সকলের প্রতি রইল শুভেচ্ছা। নজরুল জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত আজকের এই অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ

জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।